তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ, ইসলামী মাগরিব

‘বুরকিনাফাসো’ অভিযান প্রসঙ্গে বিবৃতি

মুসলিম আফ্রিকা যখন তাদের কুরবানীসমূহের বদলা নিচ্ছে...

বাহাদুর আহমাদ আল-ফূলানী আল আনসারী বাহাদুর আল-বাত্তার আল-আনসারী বাহাদুর আহমাদ বুকালী আল-আনসারী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ‘কপালে ও পায়ে উজ্জল চিহ্নবিশিষ্ট’ লোকদের সরদারের উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও পুত-পবিত্র সাহাবাদের উপর। তারপর:

মহান এই দ্বীন ও তার অনুসারীদেরকে সাহায্য করার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্বায়নের জন্য, যা আমরা নিজেদের উপর অবধারিত করে নিয়েছি...

আল্লাহ্‌র এই আদেশ বাস্বায়নের জন্য: “*(হে মুসলিমগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক,যে যাবৎ না ফিৎনা দূরীভুত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হয়ে যায়’*...

আল্লাহ্ তা’আলার এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য: “*(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা দু’আ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে- যার অধিবাসীরা জালিম- অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাড় করিয়ে দাও’*...

সেই নবী সা:’র পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, যিনি বলেছেন: “*কে কা’ব ইবনে আশরাফের মোকাবেলা করবে? কারণ সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে*’...

আমাদের সম্পদ লুন্ঠনকারী, আমাদের সম্মানের উপর সীমালঙ্ঘনকারী এবং আমাদের পবিত্র নিদর্শনাবলীর অবমাননাকারী ক্রুসেডারদের বিমানঘাটিসমূহকে লক্ষবস্তু বানানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য...

‘কায়েদাতুল জিহাদ ইসলামী মাগরিব’ গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহ করণ এবং লক্ষ্যস্থল পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির পর তার মুজাহিদ বাহিনীর শ্রেষ্ঠ একটি দলকে প্রেরণ করল, আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বিমানঘাটিসমূহের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিমানঘাটিটির উদ্দেশ্যে এবং **স্প্লেন্ডিড হোটেল** ও রাজধানী ‘বুরকিনাফাসো’র পার্শবর্তী স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থান **‘*অগাদগু*’**কে টার্গেট করে, যেখান থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হত এবং যেখান থেকে আফ্রিকার সম্পদসমূহের লন্ঠন বাণিজ্য করা হত।

সম্মানিত ভাই আল বাত্তার আলআনসারী, আবু মুহাম্মদ আল বুকিলী আল আনসারী ও আহমাদ আল ফালানী আল আনসারী (আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের উচ্চস্তরে কবুল করুন!) এই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনের জন্য পূর্ণ সাড়া দেন। তারা তাদের প্রাণগুলোকে হাতের তালুতে নিয়ে মৃত্যুর সম্ভাব্য স্থানে মৃত্যুর সন্ধান করত: লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, নেতৃত্বের নির্দেশ শিরোধার্য করে এগিয়ে চলেন রাসুলুল্লাহ সা: এর এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে: “*এগিয়ে যাও আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাথে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আদর্শের উপর, কোন বয়োবৃদ্ধ, ছোট শিশু বা নারীকে হত্যা করবে না...*”।

তারপর তারা সেই **‘কাবতাশীন**’ হোটেল ধ্বংস করে দিলেন, যেটা অপরাধের গুরুদের সমাগমস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হত। তাকে ধলিস্মাৎ করে দিলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন তাদের মূল লক্ষ্য স্প্লেন্ডিড হোটেলের উদ্দেশ্যে। সেখানে কয়েক ঘন্টা যাবত অভিযান চলল।

তাতে আমাদের বীর অশ্বারোহীগণ ক্রুসেডীয় সন্ত্রাসীদের বহুজাতিক গডফাদারদেরকে হত্যা করতে সমর্থ হলেন এবং তারপরই তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সকাশে ঊর্ধ্বগমন করলেন: “*তাদের পরে যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি তাদের ব্যাপারে*’ আনন্দিত হয়ে।

এই বরকতময় অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ভূমিকে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বিমান আড্ডা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং আমাদের মধ্য আফ্রিকা ও মালিসহ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম দেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ফ্রান্স ও তার মিত্রদেরকে এই উপদেশ দেওয়ার জন্য যে:

- বর্তমান পৃথিবীতে নিরাপত্তা একটি যৌথ ও সামগ্রিক বিষয়, এটা বিভাজন গ্রহণ করে না। তাই হয়ত তোমরা আমাদের দেশে আমাদেরকে নিরাপত্তা দিবে, অন্যথায় আমরা তোমাদের ও তোমাদের প্রজাদের নিরাপত্তা শেষ করে দিবো, যেমন তোমরা আমাদের নিরাপত্তা শেষ করে দিয়েছো। তাই ভালর মোকাবেলায় ভাল, আর যে সূচনাকারী সে হবে শ্রেষ্ঠ, এবং মন্দের মোকাবেলায় মন্দ, আর যে সূচনাকারী সে হবে নিকৃষ্ট।

  যেমন পূর্বে তোমাদের উদ্দেশ্যে ইসলামের সিংহ শায়খ উসামা বিন লাদেন (আল্লাহ্ তাকে কবুল করুন) এটা বলেছিলেন, এবং তোমাদেরকে এটা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের শায়খ ও আমির আইমান আল-জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন: "*নিরাপত্তা একটি যৌথ বিষয়, যখন আমরা নিরাপদ থাকবো, তখন তোমরাও নিরাপদ থাকবে, যখন আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো, তখন তোমরাও শান্তিতে থাকতে পারবে। আর যখন আমাদের উপর আঘাত করা হবে এবং আমাদেরকে হত্যা করা হবে, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে অবশ্যম্ভাবীভাবেই তোমাদের উপরও আঘাত আসবে এবং তোমাদেরকেও হত্য করা হবে। এটাই সঠিক সাম্য ও ইনসাফ।*"

নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কত অভিজ্ঞতা তোমাদের অর্জন করতে হবে! নিজেদের জনগণের কত রক্ত প্রবাহের কারণ হতে হবে তোমাদেরকে!

যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আমাদের জাতি নিয়ে রাজনীতি করা তোমাদের ভুল ছিল এবং নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখা উচিত ছিল.. তোমরা কখন বুঝবে? কখন বুঝবে যে, ইউসুফ বিন তাশফীনের বংশধরেরা জুলুম দেখে ঘুমিয়ে থাকবে না, লাঞ্ছনা ও অবমাননার জীবন মেনে নেবে না, তারা এই সংকল্প করে নিয়েছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তরবারী কোষবদ্ধ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের জাতির সম্মান ফিরিয়ে আনতে না পারবে এবং ক্রুশ ও কুফরকে তাদের পদতলে পিষ্ট না করবে..।

পরিশেষে আমরা বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিবো: মুসলিম জাতি হচ্ছে অধিক সন্তান প্রসবকারী জাতি। যাদের বরকত কখনো শেষ হবে না এবং যাদের ফোয়ারা কখনো শুকিয়ে যাবে না!!

এই পবিত্র অভিযানটি হল সেই আন্তর্জাতিক জিহাদ সমুদ্রের একটি ফোটা মাত্র, যা পরিচালনা করছে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা এই উম্মতের অগ্রপুরুষরা।

নিশ্চয়ই আমরা যেকোন স্থানের মুজাহিদদেরই শক্তি যোগাই এবং তাদেরকে জায়নবাদী, ক্রুসেডীয় ও রাফেযী কুফরসমূহের শক্তি চূর্ণ করতে ইসলামের সম্মানিত ব্যক্তিদের নির্দেশনা মেনে চলতে আহ্বান করি।

এমনিভাবে ব্যাপকভাবে আমাদের সমস্ত জাতিকে এবং বিশেষভাবে আমাদের শাম ও ইরাকের আহলুস সুন্নাহর ভাইদেরকে আহ্বান জানাই, জান-মাল ও দু'আর মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য করার। তাদেরকে আরও আহ্বান জানাই,

তারা যেন জিহাদের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে, তার বিরুদ্ধে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হোন এবং তাদের প্রভূর এই আদেশ বাস্তবায়ন করেন: "তোমরা আল্লাহ্‌র রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না"।

আমাদের থেকে ছিনিত আকসার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলবো: আপনাদের মুজাহিদ সন্তানেরা আফ্রিকার মরুভূমিতে যুদ্ধ করে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি দখলকৃত বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি। আমরা আপনাদের মাটি ও ছুরির প্রতিবাদকে মোবারকবাদ জানাই। আমাদের স্বপ্ন, আমরা বিজয়ী বেশে 'আলাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো এবং সর্বশেষ রাসূল আমাদের নবী (সর্বোত্তম দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার উপর) এর মেরাজের স্থানে গিয়ে তার উপর দুরূদ পড়বো।

আর ইসলামের নওজোয়ান ও বাহাদুরদের উদ্দেশ্যে বলবো:

বরকতময় হোক পবিত্র হাতগুলো! আল্লাহ্ ঐ সমস্ত বীর অশ্বারোহীদেরকে দীর্ঘজীবী করুন, যারা তাদের উম্মত ও দ্বীনের সাথে বিশ্বস্তার পরিচয় দিচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছে এবং মুসলিমদের দেশগুলোতে ক্রুসেডীয় সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করছে।

তাই তোমাদের প্রতি সালাম, যে পরিমাণ তোমরা তোমাদের রবের শরীয়তকে আকড়ে ধরেছো তোমাদের জিহাদে ও তোমাদের আমলে।

তোমাদের প্রতি সালাম, যে পরিমাণ তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে ও তোমাদের শত্রুদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছো, যে পরিমাণ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছো এবং যে পরিমাণ তাদেরকে দুর্বল করেছো।

আল্লাহ্ আমাদের বাহাদুরদেরকে কবুল করুন, তাদেরকে তার জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন এবং আমাদেরকে তাদের সাথে এমন অবস্থায় মিলিত করুন যে, আমরা আমাদের পথের উপরই অটল থাকি, তাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা ব্যতীত।

আর তাদের রক্তকে ইসলামের বৃক্ষে পানি সিঞ্চন ও জমীনে তার হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্য কবুল করে নিন।

"সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিজয়ের কারণে"।

"আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী"।

হে আল্লাহ্! তুমিই দেখে নাও ইহুদী, নাসারা ও তাদের মুরতাদ এজেন্টদেরকে!

হে আল্লাহ্ সর্বাস্থানের মুজাহিদদেরকে সাহায্য কর এবং তোমার সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী কর!

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবাদের উপর।

সর্বশেষ কথা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।

তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ, ইসলামী মাগরিব

মিডিয়া প্রকাশনায়: আল-আন্দালুস ফাউন্ডেশন

শনিবার, ৭ ই রবিউস সানি, ১৪৩৭ হিজরী, মোতাবেক ১৭ ই জানুয়ারী, ২০১৬ ইং